সিন্ডিকেটের ০৮-০৩-১৯৭৯ তারিখের সভায়
সংশোধিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের গঠণতন্ত্র

১। নামঃ

সংসদের নাম হবে" জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ"।

ব্যাখ্যাঃ

"জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ" এর সদস্য সে সকল ছাত্রই হবেন যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় যাঁদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দান করে থাকে। এই গঠণতন্ত্রে ছাত্র বলতে ছাত্রছাত্রী উভয়কেই বুঝান হয়েছে।

২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

সংসদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে ঃ

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত সহযোগিতা বাড়ানো।

খ. বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে সর্বাধিক পরিমাণে লেখাপড়া এবং লেখাপড়ার বাইরের সুয়োগ সুবিধা অর্জন করা।

গ. প্রকৃত নাগরিকরুপে ছাত্রদের গড়ে তোলা এবং তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের উন্মেষ ঘটানো।

ঘ. বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের বাইরের অনুরুপ বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত সহযোগিতা বাড়ানো।

ঙ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যাবলীর আয়োজন ও সংগঠন।

৩। কার্যাবলী ঃ

ক. সংসদ সদস্যদের জন্যে কমনরুম রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সেখানে দৈনিক সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, সাময়িকপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে এবং আভ্যন্তরীণ ক্রীড়ার বন্দোবস্ত করবে।

খ. জার্নাল এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্র, বুলেটিন, ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা প্রকাশ করবে। এগুলো প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেবে কার্যকারী পরিষদ এবং অনুমোদন করবে সভাপতি।

গ. মাঝে মাঝে বিতর্কসভা, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতার ব্যবস্থা করবে এবং সামাজিক মিলনোৎসবের আয়োজন করবে।

ঘ. বছরে অন্ততঃ একবার সদস্যদের মধ্যে বক্তৃতা , বিতর্ক, আবৃত্তি, রচনা ইত্যাদি এবং আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করবে।

ঙ. বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

চ. সম্ভব হলে, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক সভায় এবং শিক্ষাসম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠানো।

ছ. বিতর্কসভার জন্যে বাৎসরিকভাবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে অথবা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

জ. সমাজ সেবামূলক কাজ, জনকল্যাণ ধর্মী বক্তৃতা, প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে এবং সম্ভব হলে, বিদ্যালয় পরিচালা দ্বারা সংসদের সদস্যদের মধ্যে সমাজসেবার উৎসাহ বাড়ানো।

ঝ. প্রয়োজনবোধে উপরোল্লিখিত বিষয় বহির্ভূত এমন সকল কাজ সম্পাদন করা যা কার্যারী সংসদ স্থির করবে এবং সভাপতি অনুমোদন করবেন।

৪। সদস্যপদ ঃ

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়মিত ছাত্র, যাঁরা কম্পট্রোলারের অফিসে বাৎসরিক চাঁদা দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদের সদস্য বলে গণ্য হবেন।

খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মিত ছাত্ররা সংসদের জন্যে নির্ধারিত চাঁদা দিয়ে সংসদের সদস্য হতে পারবেন।

গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররাও বাৎসরিক চাঁদা দিয়ে বংসদের সদস্য হতে পারেন। সে সকল প্রাক্তন ছাত্ররা, যাঁরা কোনো ডিগ্রি নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন এবং তারপরেও একাদিক্রমে চার বছর সদস্যদের চাঁদা দিয়েছেন, তাঁরা সংসদের আজীবন সদস্য বলে গণ্য হবেন।

ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বাৎসরিক ৫/০০ টাকা চাঁদা দিয়ে সংসদের সদস্য এবং এককালীন ২৫/০০ টাকা চাঁদা দিয়ে সংসদের আজীবন সদস্য হতে পারবেন।

ঙ. কার্যকরী পরিষদ সংসদের মানবিকতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং জাতীয় কল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে, আজীবন সদস্যপদ দান করতে পারবেন। **??**

৫। <u>সংসদের কর্মকর্তাগণ এবং তাঁদের দায়িত্বকর্তব্য ঃ</u>

ক. সভাপতি ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকার বলে সংসদের সভাপতি থাকবেন। তিনি কার্যকরী সংসদ এবং অন্যান্য সংসদ, উপসংসদ যদি কিছু থাকে, ইত্যাদিসহ সংসদকর্তৃক আয়োজিত সমস্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি আরও দেখবেন (১) সংসদ আইন বিধি মতো পরিচালিত হচ্ছে কিনা, (২) জরুরী অবস্থায়, অচলাবস্থায় এবং গঠনতন্ত্র ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি সংসদের সুষ্ঠ কার্যনির্বাহের জন্য সুবিবেচনা মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, (৩) তিনি সমস্ত আইন বিধির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিবেন এবং আইন বিধির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কার্যকরী কমিটির কোন সদস্য কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে বা কর্তব্য পালনে অসমর্থ হলে সভাপতি কার্যকরী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য এর সম্মতিক্রমে উক্ত সদস্যকে পদচ্যুত করতে পারবেন। কার্যকরী পরিষদে অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে বৃহত্তর স্বার্থে সভাপতি কার্যকরী পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নূতন নির্বাচন আহ্বান করতে অথবা সংসদ চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

খ. কোষাধ্যক্ষ ঃ সংসদ এর অর্থকোষের ভার থাকবে কোষাধ্যক্ষের উপর। তিনি দেখবেন, যাতে এমন কোন ব্যয় না হয় যার সংস্থান বাজেটে নেই।

গ. সহ-সভাপতি ঃ সহ-সভাপতি হবেন সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমস্ত সভার সভাপতিত্ব করবেন।

ঘ. সাধারণ সম্পাদক ঃ সংসদের সমস্ত সম্পত্তির দেখাশোনার ভার থাকবে তাঁর উপর, সংসদের পক্ষে সমস্ত যোগাযোগ চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ সাধনের দায়িত্ব থাকবে তাঁর, তিনি হিসাবনিকাশ রক্ষা করবেন, সংসদের এবং কার্যকরী পরিষদের সমস্ত সভার কার্যবিবরণী (মিনিট) লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সংসদ এবং কার্যকরী পরিষদের সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল সভা আহ্বান করবেন, কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

ঙ. সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ সহ-সাধারণ সম্পাদক সাধারণভাবে সংসদ পরিচালনার জন্যে সমস্ত বিষয়ে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব তিনি পরিচালনা করবেন। কার্যকররী পরিষদ কর্তৃক তাঁর উপরে ন্যস্ত যে কোন দায়িত্ব তিনি সম্পাদন করবেন।

চ. কমনরুম সম্পাদক ঃ ছাত্রদের সাধারণ কক্ষের দায়িত্ব তাঁর উপর থাকবে (**??**)। তিনি আভ্যন্তরীণ ক্রীড়ার এবং আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করবেন।

ছ. মহিলা কমনরুম সম্পাদিকা ঃ ছাত্রীদের কমনরুমের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবে। আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সংগঠন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সংগঠন (**??**)।

জ. সমাজ সেবা মম্পাদক ঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং জনগণের উন্নতির জন্য তিনি বক্তৃতামালার ও শুভেচ্ছা সফরের ব্যসস্থা করবেন, সংসদ পরিচালিত স্কুলের কার্যাবলী পরিচালনা করবেন এবং বিভিন্ন সময়ে কার্যকরী পরিষদ সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য যে সব দায়িত্ব দিবেন সে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবেন।

ঝ. সাহিত্য সম্পাদক ঃ তাঁর উপরে সংসদ আয়োজিত বিতর্ক ও অন্যান্য সাহিত্য সভার দায়িত্ব থাকবে এবং তিনি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

ঞ. সামাজিক চিত্তবিনোদন সম্পাদক ঃ কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত মতো তিনি বছরে এক বা একাধিকবার সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

ট. নাট্য সম্পাদক ঃ কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

ঠ. ক্রীড়া সম্পাদক ঃ সংসদের কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে ক্রীড়া পরিষদের সহায়তায় তিনি ছাত্র হল খেলা ধূলার বন্দোবস্ত করবেন এবং হল ক্রীড়া পরিষদেও আওতা বহির্ভূত অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

ড. সহ-ক্রীড়া সম্পাদক : তিনি সাধারণত: ক্রীড়া সম্পাদককে সাহায্য করবেন এবং ক্রীড়া সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

৬। <u>কর্মকর্তা নির্বাচন :</u>

ক. উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে কোনো একজনকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করবেন।

খ. সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া সকল কর্মকর্তা এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্য উপরে উল্লেখিত নির্বাচন বিধি অনুসারে সংসদ এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন।

৭. <u>কার্যকরী পরিষদ :</u>

ক. সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, মিলনায়তন সম্পাদক, মহিলা মিলনায়তন সম্পাদক, সমাজ সেবা সম্পাদক, সামাজিক চিত্তবিনোদন সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক এবং কার্যকরী পরিষদের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য নিয়ে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে।

খ. কার্যকরী পরিষদ সংসদের সমস্ত কার্যাবলীর আয়োজন ও নিয়ন্ত্রনের জন্যে দায়ী থাকবেন।

গ. বাজেটে নেই ১০/০০ টাকার অধিক এমন কোন ব্যয় যদি কোন কর্মকর্তা করতে চান, তবে তার জন্যে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন লাগবে।

ঘ. সংসদের কর্মচরীদের ছুটি মঞ্জুর করার ক্ষমতা কার্যকরী পরিষদের থাকবে। সংসদ কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, সাময়িক বরখাস্ত করার ক্ষমতা এর থাকবে।

ঙ. কার্যকরী পরিষদ প্রতি তিন মাসে অন্তত: একবার সভায় মিলিত হবে।

চ. কার্যকরী পরিষদের একতৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম গঠন করবে। মূলতবী সভার জন্যে কোনো কোরাম দরকার হবেনা।

ছ. কার্যকরী পরিষদের সভার জন্যে কমপক্ষে তিন দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। ২৪ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে জরুরী সভা ডাকা যাবে।

জ. সভাপতির অনুমোদন ছাড়া কোন সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবেনা এবং এমন কোনো বিষয় আলোচনা করা যাবেনা, যা আলোচনার অন্তত: একদিন আগেও সভাপতির গোচরে আনা হয়নি।

ঝ. কার্যকরী পরিষদের কমপক্ষে আটজন সদস্যের স্বাক্ষরিত কোনো সভা ডাকার অনুরোধ পত্র পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

ঞ. সংসদের সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদেরও সম্পাদক হবেন।

ট. প্রয়োজনবোধে কার্যকরী পরিষদ উপ-পরিষদ গঠন করতে পারবে। সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সমস্ত উপ-পরিষদের যথাক্রমে সভাপতি ও সদস্য হবেন। উপ-পরিষদের কার্য-বিবরণী কার্যকরী পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থিত করতে হবে।

ঠ. নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত: পরেই সভাপতি ঘোষণা করবেন কখন বিদায়ী কার্যকরী পরিষদ নব নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করবেন। নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণের দশ দিনের মধ্যেই একটি অভিষেক উৎসবের আয়োজন করবেন।

৮. <u>নির্বাচন বিধি :</u>

ক. সংসদের সমস্ত নিয়মিত সদস্যই ভোটার তালিকা প্রনয়ণের সময় যাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা আছে তারাই ভোটার হইতে এবং বিভিন্ন পদে নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন। বিধিমতো, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, মিলনায়তন সম্পাদক, মহিলা মিলনায়তন সম্পাদীকা, সমাজসেবা সম্পাদক, সাহিত্য সম্পাদক, সামাজিক চিত্তবিনোদন সম্পাদক, নাট্য সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক এবং কার্যকরী পরিষদের পাঁচটি সদস্য পদে নির্বাচনের জন্যে অংশ গ্রহণের যোগ্য। কোন প্রার্থীই একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন না।

খ. নির্বাচন প্রার্থীদের অবশ্যই লিখিতভাবে একজন সদস্যের মনোনয়ন এবং আরেকজনের সমর্থন লাভ করতে হবে।

গ. প্রত্যেক প্রার্থীকেই মনোনয়নের সময় মনোনয়ন পত্রে লিখিতভাবে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে।

ঘ. যতগুলো শূন্য পদ রয়েছে, একজন ভোট দাতা ততোগুলি, তাঁর বেশি নয় মনোনয়ন পত্র স্বাক্ষর করতে পারবেন। প্রত্যেক প্রার্থীকেই পৃথক মনোনয়ন পত্রের দ্বারা মনেরনীত হতে হবে।

ঙ. সংসদ সভাপতি নির্বাচনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ এবং ঘোষণা করবেন। তিনি প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের সভাপতিত্বে ডীন, প্রক্টর ও প্রভোষ্টদের সমন্বয়ে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করবেন। নির্বাচন কমিশন যতোজন দরকার নির্বাচন অফিসার নিয়োগ করবেন এবং যতোজন দরকার নির্বচনী অফিসার নিয়োগ করবেন। প্রত্যেক ছাত্রাবাসে একটি করে নির্বাচন কেন্দ্র থাকবে এবং যে ছাত্র যে যে ছাত্রাবাসের সাথে সংযুক্ত সে সেই ছাত্রাবাসের নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট দিবে।

চ. নির্বাচন কমিশন সংসদ এর নির্বাচনের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকবেন এবং কমিশনের সভাপতি ভোট গণনার তারিখ, স্থান, কাল স্থির করবেন ও বিজ্ঞাপিত করবেন। কমিশন নির্বাচনের জন্য কমপক্ষে একুশ (২১) দিন আগে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন।

ছ. নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ সভাপতির বিঘোষিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে সংযুক্ত ছাত্রাবাসের ছাত্রদের কাছ থেকে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ করবেন।

জ. কোন প্রার্থী নির্বাচন দিবসের তিন দিন পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সভাপতির নিকটে লিখিত ও স্বাক্ষরিত দরখাস্ত দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করতে পারবেন।

ঝ. নির্বাচন কমিশনের সভাপতি, উপযোগিতা মতো, মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার তারিখ, স্থান, কাল স্থির ও ঘোষণা করবেন।

ঞ. নির্বাচন কমিশনের সভাপতি মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করবেন এবং আপত্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত অভিমত দিবেন। তিনি বিধিসংগত না হওয়ার জন্যে যে কোনো মনোনয়ন পত্র বাতিল করতে পারবেন। তাঁর এরকম সিদ্ধান্ত মনোনয়ন পত্রের উপর লিখতে হবে, এবং বাতিল করার কারণ বিজ্ঞাপিত করতে হবে । এরকম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের একদিনের মধ্যে সভাপতির কাছে আপিল করা যাবে। সংসদ সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ট. ভোট পত্র পরীক্ষা কালে নির্বাচন প্রার্থীরা স্বশরীরে অথবা অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

ঠ. নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই ভোট কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত এজেন্টদের সম্মুখে ভোট গণনার ব্যবস্থা করবেন। নির্বাচন কমিশনের সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবেন।

ড. নির্বাচন সম্পর্কে যে কোন অভিযোগ ফলাফল প্রকাশের তিন (৩) দিনের মধ্যে সভাপতির কাছে পেশ করা যাবে এবং সংসদ সভাপতি আপীল কমিটির (ডীন, প্রক্টর, প্রভোষ্ট সমন্বয়ে গঠিত) মাধ্যমে এ বিষয়ে চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৯। <u>সংসদের অর্থকোষ</u> ঃ

ক. প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সংসদের প্রতি সদস্য বেতনের সাথে কম্পট্রোলার অফিসে সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হারে সংসদ চাঁদা ও সাময়িক পত্রের চাঁদার টাকা জমা দিবেন।

খ. প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে কোষাধ্যক্ষ জের মজুদসহ চলতি শিক্ষবর্ষে প্রাপ্ত অর্থের একটি বিবৃতি তৈরী করবেন এবং সেটি সাধারণ সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিবেন।

গ. সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে একটি বাজেট তৈরী করবেন। কার্যকরী পরিষদের একটি সভায় খসড়া বাজেটটি বিবেচনার পরে, খসড়া বাজেটটি বাজেট সভার অন্ততঃ দুদিন আগে বিজ্ঞাপন বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে এবং সংসদের কাছে হাজির করতে হবে কার্যকরী পরিষদের কার্য্যভার গ্রহণের একুশ দিনের মধ্যে। সংসদের বাজেট বিবেচনার সভায় বাজেটের রদবদল, সংস্কার করার পরামর্শদানের অধিকার সংসদ সদস্যদের থাকবে। সভাপতি এসকল মতামত বিবেচনা করবেন এবং তাদের সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে গ্রহণ করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। এভাবে গৃহীত এবং সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটই ওই বছরের সংসদের বাজেট হবে।

ঘ. সংসদের সাধারণ সম্পাদক সংসদের যাবতীয় হিসাবপত্র সংরক্ষণ করবেন। তিনি কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে বাজেটে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ কিস্তিতে অগ্রিম নিতে পারবেন এবং রশিদ নিয়ে বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকের প্রয়োজনমত অর্থ সরবরাহ করবেন। তিনি একটি সাধারণ হিসাব বই রক্ষা করবেন এবং কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে যখন যে টাকা পেলেন তারিখসহ তার হিসাব রক্ষা করবেন এবং হিসাব ও তারিখ ও রশিদসহ রক্ষা করবেন (??)। পরীক্ষার জন্য হিসাব বইটি মাঝে একবার কোষাধ্যক্ষের কাছে পাঠাতে হবে। সাধারণ সম্পাদক বছরের শেষে সমস্ত মূল রশিদসহ যাবতীয় হিসাব কোষাধ্যক্ষের কাছে পেশ করবেন।

ঙ. সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক এবং হিসাবাধ্যক্ষের কর্তৃক একজন মনোনীত প্রতিনিধি এবং পরিষদ কর্তৃক একজন সদস্য নিয়ে একটি হিসাব পরীক্ষা সংঘ গঠিত হবে। নিযুক্ত শিক্ষক কমিটির সভাপতি হবেন। কমিটি সংসদের হিসাব করে তার রিপোর্ট ও মতামত সভাপতির কাছে পেশ করবেন। সভাপতি এটিকে মতামতের জন্যে কার্যকরী পরিষদের কাছে পাঠাবেন এবং কার্যকরী পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। <u>সাময়িকপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা ঃ কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত</u>

ক. সম্পাদকীয় পরিষদ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য জার্নাল, বুলেটিন, সাময়িকপত্র, পত্রিকা ইত্যাদির বিভিন্ন বিষয় তদারক করবেন এবং নীতি নির্ধারণ করবেন। সাহিত্য সম্পাদক, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, উপাচার্য কর্তৃক মনোণীত দুজন শিক্ষক নিয়ে সম্পাদকীয় পরিষদ গঠিত হবে। সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পদক পদাধিকার বলে এই পরিষদের সদস্য হবেন।

খ. যাঁদের সাহিত্যবোধ প্রমাণিত হয়েছে, অথচ যাঁরা কার্যকরী পরিষদের সদস্য নন, এমন ছাত্রদের মধ্য থেকে কার্যকরী পরিষদ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক (??) নির্বাচন করবেন।

গ. সংসদের কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে সম্পাদকীয় পরিষদের সভাপতি হবেন।

১১। <u>ছাত্র-ক্রীড়া পরিষদ</u> ঃ

ক. নিম্ন লিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত ছাত্র-ক্রীড়া পরিষদ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট খেলাধূলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করবেনঃ-

১। সংসদ সহ-সভাপতি

২। সংসদ সাধারণ সম্পাদক

৩। ক্রীড়া সম্পাদক

৪। সহ-ক্রীড়া সম্পাদক

৫। সাধারণ সদস্য

৬। সাধারণ সদস্য ছাত্রী

খ. যেসকল ছাত্র ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শণ করেছেন, অথচ যাঁরা কার্যকরী পরিষদের সদস্য নন এমন সংসদ সদস্যদের মাঝ থেকে কার্যকরী পরিষদ ২ জন সদস্য নির্বাচন করবেন।

গ. সংসদ সহ-সভাপতি পদাধিকার বলে ছাত্র ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি হবেন। ক্রীড়া সম্পাদক পদাধিকার বলে এই পরিষদের সম্পাদক হবেন।

ঘ. শরীর চর্চা বিভাগের ?? পরিচালক ছাত্র ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন।

১২। শূণ্যপদ পূরণ ঃ

ক. মেয়াদকালে সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা অন্য যে কোন সম্পাদক যদি, এক মাসের অধিক কাল অনুপস্থিত থাকেন, তবে তাঁর পদে সভাপতি কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে কার্যকরী পরিষদের যে কোন একজন সদস্যকে নিয়োগ করতে পারবেন এবং নিয়োগপত্রে পদের নামের আগে "ভারপ্রাপ্ত" কথাটি উল্লেখিত হবে।

খ. মেয়াদকালে সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা যে কোন সম্পাদক যদি এক মাসের কম সময়কালের জন্যে অনুপস্থিত থাকেন, তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সভাপতির অনুমোদনক্রমে, কার্যকরী পরিষদের যে কোন সদস্যকে তাঁর পদে কাজ করতে এবং তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহারের জন্যে লিখিতভাবে অনুমোদন করতে পারেন।

১৩। সদস্যপদ হারানো ঃ

ক. কার্যকরী পরিষদের কোনো সদস্য অথবা কোনো সংসদ কর্মকর্তা যদি অনুপস্থিত থাকেন, তবে তিনি কার্যকরী পরিষদে তাঁর সদস্যপদ হারানোর এবং তাঁর শূন্যপদ নির্বাচন বিধি অনুসারে পূর্ণ করা হবে।

খ. কার্যকরী পরিষদের কোনো সদস্য অথবা কোনো সংসদ কর্মকর্তা যগি পদত্যাগ করেন, অথবা লোকান্তরিত হন, অথবা তাঁর পদ থেকে অপসারিত হন, তবে, অবশিষ্ট সময়ের জন্যে, তাঁর শূন্যপদ, নির্বাচন বিধি অনুসারে পূর্ণ করা হবে।

১৪। সংসদ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ এবং এককালীন দান ঃ

ক. সদাচরণ এবং সন্তোষজনক দায়িত্ব পালনের জন্যে সংসদের কোন কর্মচরী অবসর গ্রহণের সময় এককালীন অর্থ পেতে পারেন। তাঁকে অবশ্যই সংসদ এ কমপক্ষে দশ বছর চাকুরী করতে হবে। তিনি এককালীন কতো অর্থ পাবেন কার্যকরী পরিষদ তা স্থির করবে। (প্রতি বছর সংসদ এককালীন অর্থকোষে কিছু পরিমাণ অর্থ জমা রাখবেন)।

খ. কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের সংসদের কোনো কর্মচারীকে সাময়িকভাবে অপসারিত করার এবং জরিমানা করার ক্ষমতা থাকবে। অবশ্য এই জরিমানা কর্মচারীর মাসিক বেতনের এক চতুর্থাংশের অধিক হতে পারবে না। এইরুপে দন্ডিত ব্যক্তির সভাপতির কাছে আপিল করার অধিকার থাকবে। সিদ্ধান্তের বেলা কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

গ. সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সংসদ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই যথাক্রমে সর্বোচ্চ মাত্রায় দশ ও পাঁচ দিনের ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। কর্মচারীদের জন্যে একটি সার্ভিস বই রক্ষা করতে হবে।

১৫। নিন্দাসূচক ভোট ঃ

সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত সংসদের যে কোন কর্মকর্তা অথবা কার্যকরী পরিষদের যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে, এই উদ্দেশ্যেই আহূত সংসদের একটি সাধারণ সভায় নিন্দাসূচক ভোট গ্রহণ করা যাবে। এ রকম সভা ডাকার আবেদন পত্র কমপক্ষে সংসদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং এ রকম সাধারণ সভার জন্যে কমপক্ষে দশ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। কমপক্ষে সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশকে এরকম সভায় উপস্থিত থাকতে হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ যদি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দান করেন, তবেই নিন্দা প্রস্তান গৃহীত হয়েছে বলে ধরা যাবে। যখন এরকম কোনো নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হবে তখন ওই সংসদ কর্মকর্তা অথবা কার্যকরী পরিষদের সদস্যের পদ শূন্য বলে ধরা হবে এবং শূন্যপদ পূরণের প্রচলিত ধারাবিধি প্রতিপালন করা হবে।

১৬। তলব সভা ঃ

সাধারণ সম্পাদক মোট সদস্যের কমপক্ষে একতৃতীয়াংশের স্বাক্ষরিত তলব সভা আহ্বানের আবেদন পত্র পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে সংসদের সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। এ সভায় সংসদ সদস্যরা সেই সমস্ত প্রশ্ন উথ্থাপিত করতে পারবেন যার জন্য অন্ততঃ দু'দিনের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়া তাঁরা সম্পুরক প্রশ্নও করতে পারবেন, তবে তার জন্যে তাঁদের পনেরো মিনিটের বেশি সময় দেয়া হবে না।

১৭। গঠণতন্ত্র সংস্কার ঃ

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের গঠণতন্ত্র সংস্কারের ব্যাপারে সংসদের এতোদউদ্দেশ্যে নূন্যপক্ষে দশ (১০) দিনের নোটিশে আহূত বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যের ২/৩'শ সদস্যের অনুমোদনক্রমে সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। এরকম সভায় সংসদের মোট সদস্যের অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতেই সভার জন্য কোরাম হবে। গৃহীত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অবশ্যই সিন্ডিকেটে পেশ করিতে হইবে।

১৮। বর্ষ ঃ

জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের বর্ষ জাহঙ্গীরনগর বিশ্বদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের সাথে এক ও অভিন্ন হবে।

১৯। এই গঠণতন্ত্রে অনুল্লেখিত এমন কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হলে, সে বিষয়ে সভাপতি সিদ্ধান্ত নিবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।